সজারুর কাঁটা : রহস্য কাহিনী :—

গোয়েন্দা কাহিনীর প্রতি পাঠকের অনিবার্য একটি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। যার মূলে মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন ও অপরাধ মূলক ঘটনা সম্পর্কে ও রহস্য রোমাঞ্চের প্রতি অবচেতন আকর্ষণ। তাই তথাকথিত 'ক্লাসিক' সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না গোয়েন্দা কাহিনি নিঃসন্দেহে সাহিত্যের দরবারের গুরুত্বপূর্ণ — সদস্য যার রয়েছে নিজস্ব 'ফ্যানবেস' তথা মুগ্ধ পাঠকগোষ্ঠী। বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনির জনপ্রিয়তা দীর্ঘকালের। সেই ধারার লেখক হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই সৃষ্টি বিখ্যাত বাঙালি গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সী যে নিজেকে গোয়েন্দার পরিবর্তে সত্যান্বেষী বলতেই পছন্দ করে।

কলকাতায় ঘটে যাওয়া অভিনব কায়দায় কয়েকটি হত্যা কাণ্ড নিয়ে যেখানে পর পর বুকে সজারুর কাঁটা বিঁধিয়ে এক অজ্ঞাত আততায়ী হত্যা করেছে যথাক্রমে এক ভিখিরি, এক মুটে ও এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে, এমন লাগাতার রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড কে ঘটাতে পারে সে বিষয়ে আলোচনার সময় অজিত ও রাখালবাবু ব্যাপারটিকে পাগলের কাজ বলে ভাবলেও ব্যোমকেশ জানান তার মতে এই খুনি ধূর্ত পাগলও হতে পারে আর এই সূত্রেই কাহিনীতে প্রথম ক্লু তথা সূত্রটি পাঠকদের দিয়েছেন লেখক শরদিন্দু। আলোচনা চলাকালীনই দপ্তর থেকে আসা ফোনে রাখালবাবুরা জানতে পারেন, সেই রাতেই আবারও, যে চতুর্থ হত্যা প্রয়াসও করা হয়েছে— এক উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী সেই টার্গেট। কিন্তু তিনি বেঁচে গেছেন কোনো এক রহস্যজনক কারণে। কাহিনিতে এভাবেই আমাদের দ্বিতীয় ক্লু দেন লেখক।

সংক্ষিপ্ত এই প্রস্তাবনার পরেই কাহিনি অংশটির সূত্রপাত যেটি ফ্ল্যাশব্যাকে লেখা। যেখানে গল্পের দুই চরিত্র দীপা ও তার স্বামীকে অর্থাৎ দেবাশীষকে পরিচয় করানো হয়েছে। দুমাস আগে তাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু সদ্য বিবাহিত দাম্পত্য সম্পর্কে প্রত্যাশিত — মধুরতা নেই। যা পাঠকের মনে খটকার সৃষ্টি করে। এই পর্বে দীপা 'সহজ নয়, সামান্য নয়,' স্বামী-স্ত্রী দুজনে সচেতন ভাবে সারা পৃথিবীর সামনে এমনকি বাড়ির পরিচারক নকুলের সামনেই স্বাভাবিক সম্পর্কের অভিনয় করছে। আরও জানা যায় দীপার বাপের বাড়ির পরিবার অত্যন্ত রক্ষণশীল। জানা যায় দেবাশীষ এক সফল শিল্পোদ্যোগী। নিজস্ব প্লাস্টিক তৈরীর কোম্পানি রয়েছে তার। কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি গাড়ির স্বচ্ছলতা রয়েছে। দেবাশীষ ভদ্র, তাই জোর করে স্বামীত্বের অধিকার ফলায়নি কোনোদিন। পিতৃমাতৃহীন দেবাশীষের

সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে রয়েছে একটি মাত্র আড্ডাস্থল। প্রতিবেশী নৃপতির বাড়িতে সন্ধ্যেবেলায় সেটি বসে। এই নৃপতি আবার তার বিয়ের ঘটকও কারণ দীপার দাদা বিজয়সাহেবও সেই আড্ডার নিয়মিত সদস্য। এমন একদিন নৃপতির বাড়ির সান্ধ্য আড্ডা থেকে বাড়ি ফেরার পথে ঝড়ের কবলে পড়ে বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ায় সর্দি কাশি দেবাশিসের প্রবল জ্বর আসায়, অসময় এই বিপদে দীপা ডাকল ওদের তাদের বাপের বাড়ির চিকিৎসক ডা. মুকুন্দ সেনকে, কারণ সে দেবাশিসের পারিবারিক ডাক্তারকে চেনে না। সাল্লো ঘটের প্রয়োজনে দেবাশিসকে দীপার পরিচিত ডাক্তারের চিকিৎসা করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। রোগীকে যথাযোগ্য ট্রিটমেন্ট দিতে গিয়ে তিনি যে অতীতের তথ্যটি জানতে পারেন সেটি দেবাশিসের জ্ঞাত হলেও দীপার অজানা কারণ দাম্পত্যজীবনের দুরত্বের কারণে সেটি স্বামী তাকে জানায়নি। ফেরার সময় ডাক্তার সেন একান্তে সেই তথ্য জানিয়ে যান দীপাকে।

রোগমুক্তি উপলক্ষ্যে দেবাশিস বাড়িতে আড্ডায় ডাকে বন্ধুদের। অর্থাৎ নৃপতির আড্ডার সদস্যদের সঙ্গে আসে দীপার দাদা, ... আড্ডায় সে বলে আসে তার বউয়ের হাতের রান্না খাওয়াবে। — যা একটি একান্ত স্বাভাবিক দাম্পত্য-এর পরিচায়ক। অতিথিদের জন্য খাবারের ট্রে নিয়ে বাড়ির বৈঠকখানায় ঢোকে দীপা। সে জানত না কারা নিমন্ত্রিত ঘরে ঢুকে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়— টেবিলে ট্রে নামিয়ে কোনোরকম সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ না করেই সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর ফিরে আসেনি। তাই দেবাশিসের পক্ষে না জেনে স্ত্রীর প্রেমিককে বন্ধু হিসেবে বাড়িতে ডেকে তাকে বউয়ের রান্না খেতে বলা যতটা সহজ, প্রেমিকের পক্ষে ঠিক ততটাই কঠিন। দেবাশিসকে নিজের প্রেমিকা দীপার স্বামী হিসাবে মেনে নিয়ে তাদের দাম্পত্য পরিসরে এসে কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দ করা। কিন্তু ঐ লোকটির বাহ্যিক কোনো আচরণে তার এই মানসিক অবস্থাটির বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা না যাওয়ায় সেই আসরেও তাকে সনাক্ত করা যায়না। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা ফিরে যাওয়ার পরে কারোর একটি ফোন পেয়ে দেবাশিস বেরিয়ে যায়। বেশি রাতে পুলিশ ও হাসপাতাল

পরমাণ্ড জানা যায় সেও সজারুর কাঁটার শিকার হতে বসেছিল। কারণ মারা যায়নি কারণ প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে তার হৃৎপিণ্ডটি শরীরের ডান দিকে থাকায় কাঁটাটি তার শরীরে ঢুকলেও তা অন্যান্য ঘটনাগুলির মতো প্রাণঘাতী হয়না।

দেবাশিসের এই দুর্ঘটনা ও তার বেঁচে যাওয়ার আশ্চর্য সংবাদটি পুলিশ বার্তা রাখাল বাবুর মাধ্যমে ব্যোমকেশ বক্সী অবগত হন। 'উপক্রম' অংশের একেবারে শেষে, যে পর্বটি দিয়ে এই গল্পের সূচনা হয়েছিল, এই ক্লাইম্যাক্সের পরেই গল্প আর জটিল হতে পারেনা। তাই দীপা দেবাশিস অতীত প্রেমিকের ত্রিকোণ গল্পটির রাশ চলে যায় সত্যান্বেষীর হাতে যাতে তিনি পরতে পরতে খোসা ছাড়ানোর মতো করে রহস্যজালটিকে সরিয়ে সমাধান করতে পারেন।

এই প্রথম অনুসন্ধানের একটি সুযোগ আসে যেহেতু বেঁচে যাওয়া আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে জানতে পারা যাবে এমন কিছু তথ্য যা আগের মৃতদেহগুলি থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে যখন, তখন হত্যাপূর্ব একটা অবস্থা রয়েছে যেটির প্রতিক্রিয়ায় হত্যার পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। কিন্তু দেবাশিসের আগেও সজারুর কাঁটার শিকার হয়েছে আরো তিনজন তারা কিন্তু কোনো ভাবেই দীপার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলনা। তাই দেবাশিসের ওপর আক্রমনের সঙ্গে দীপার পূর্বজীবনের সম্পর্ক খোঁজাটা ছিল প্রথম কাজ। আক্রমনের রাতে পুলিশসহ দীপার বাপের বাড়িতে গিয়ে ব্যোমকেশ জানতে পারে তার অর্থাৎ দীপার একজন প্রচ্ছন্ন প্রেমিক রয়েছে। দেবাশিসকে খুন করার চেষ্টা হয়েছে জেনে দীপার দাদা উত্তেজনায় বলে ফেলে যে সে জানত এমনটাই ঘটবে। ঠিক সেইখান থেকেই দীপার প্রেমিক সন্দেহের তালিকায় চলে আসে।

কিন্তু কাহিনিতে দীপা ছাড়া তার প্রেমিকের কথা কেউ জানেনা, আবার দীপা আক্রমনের সঙ্গে জড়িত কিনা সেইটাও ব্যোমকেশের অজানা, তাই দ্বিতীয় সূত্রটি হবে দীপার অতীতে তার প্রেমিককে শনাক্ত করা। কেননা বিজয় সবকিছু বলতে পারলেও নামটি জানাতে পারেনি। দীপার পূর্বজীবনের কথা শুনে ব্যোমকেশ. ওয়াকিবহাল হন যে বাড়ি ও পরিবারের বাইরে তার পরিচয়-এর তালিকা সীমাবদ্ধ দাদুর বৃদ্ধ বন্ধুরা, বাবার বন্ধু এবং দাদার বন্ধু যুবক গোষ্ঠীর মধ্যে। এই যুবকরা সকলেই নৃপতিবাবুর আড্ডায় যান এবং তার সঙ্গে দেবাশিসও যেত। ফলে সম্ভাব্য খুনিকে খোঁজার পরিধিটা প্রায় চিহ্নিত হয়ে যায় ব্যোমকেশের কাছে।

বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ

তৃতীয় সূত্রের খোঁজ ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু কাশের বাড়িতে দীপার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র খুঁজে দেখতে শুরু করেন। ট্রাঙ্কের তলা থেকে পাওয়া যায় লুকানো একটি সুদৃশ্য বাঁধানো খাতা যাতে একটি রোমান্টিক কবিতার স্তবকের তলায় একজনের অটোগ্রাফ পাওয়া যায়। তবে ব্যক্তির নাম এখনও জানা যায়নি। ব্যোমকেশের জবানিতে জানা যায় যে এই ব্যক্তি একটি বিশেষ আড্ডার সদস্য. তার সন্দেহও মিথ্যে নয়— অর্থাৎ খুনির পরিচয় সত্যান্বেষীর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে।

চতুর্থ সূত্রে দীপার সঙ্গে এই ষড়যন্ত্রের কোনো ভূমিকা আছে কিনা সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন ব্যোমকেশ দীপাকে। দাদার বন্ধুর সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উত্তরে বোঝা যায় দীপা কাউকেই খুব একটা ভাল ভাবে চেনে না। এমনকী ব্যোমকেশ তার প্রেমিকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যে তথ্য জেনেছেন সেটিও তার অজানা, অর্থাৎ তার অতিসাবধানী প্রেমিক - তার কাছেও সত্তা দেখায়নি, যেমন এও সে জানায়নি যে দেবাশিসের প্রতি তার কতটা আক্রোশ রয়েছে এবং সেই আক্রোশবশত সে খুন করার পরিকল্পনা করেছে। জিজ্ঞাসাবাদের শেষ প্রশ্নে দীপা জানায় তার স্বামীর হৃদ্‌যন্ত্র ডানদিকে অবস্থিত। ব্যোমকেশের সঙ্গে পাঠকেরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে যে দীপা খুনি নয়। আর দীপার স্বামীর প্রতি আবেগ যে সাজানো নাটক নয় তা প্রকাশিত করল খুনি যদি তার থেকে জেনে যেত দেবাশিসের দেহের বৈশিষ্ট্যের কথা তাহলে সে নিশ্চিত ভাবেই শজারুর কাঁটাটি তার বুকের ডানদিকে গেঁথে দিত।

পঞ্চম সূত্রের প্রথম কাজ খুনিকে হাতে নাতে ধরা। খুনি যে বুদ্ধিমান তাই তার জন্য ফাঁদ পাতেন ব্যোমকেশ। গল্পকাহিনীতে ব্যোমকেশের মাধ্যমে নৃপতিবাবুর সদস্যদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অবগত করেছিলেন। সেই আড্ডার সদস্য হতে পারে খুনি তথা দীপার প্রচ্ছন্ন প্রেমিক তা আভাস পেয়েছেন। ব্যোমকেশ আবার তথ্যগুলি যাচাই করেন এবং Process of Elimination এর পদ্ধতিতে এক এক করে সম্ভাব্য খুনির তালিকা থেকে তাদের বাদ দিতে থাকেন। তারপর দীপার খাতায় খুনির নামটি দেখতে পেয়ে তিনি আরও নিশ্চিত হয়ে ফাঁদটি পাতেন।

এবারে খুনির বুদ্ধি ও সত্যান্বেষীর বুদ্ধির সরাসরি সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ব্যোমকেশ নৃপতির আড্ডায় হত্যার সিরিজের আদলে একটি টোপ দেন খুনিকে। তিনি জানান যেহেতু খুনগুলিতে একটি বিশেষ অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে তাই খুনি নির্দিষ্ট একজনই যে সেটা নিশ্চিত। সে ততদিনে চারটি আক্রমণ করেছে এরপর যদি আরও একটি খুন সে করে তাহলে প্রমাণিত হবে যে দেবাশিস তার মূল টার্গেট ছিলনা।

প্রত্যাশিতভাবেই বুদ্ধির টক্করে ব্যোমকেশ টেক্কা দেন খুনিকে — সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ব্যোমকেশের কাছে ফোন আসে। পাঠকের অজ্ঞাত কারও কণ্ঠে জানা যায় যে ব্যোমকেশকে সর্দার অ্যাভিনিউয়ের লেকে এসে তার থেকে খুনির নাম জানতে প্রস্তাব দিচ্ছে। খুনি টোপ গিলেছে বুঝে বুকে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট এঁটে প্রচ্ছন্ন পুলিশ পাহারায় ব্যোমকেশ নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যান। ব্যোমকেশকে খুনের চেষ্টা করতে গিয়ে একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় খুনি এবং দীপার প্রেমিক গায়ক প্রবল গুপ্ত।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমের মুনশিয়ানা এমন যে প্রায় ৭০ পাতার উপন্যাসের শেষ হবার মাত্র তিন পাতা আগে এসে তবে হত্যাকারীর নাম জানতে পারছে পাঠকরা। সারা গল্প জুড়ে চোখের সামনে একটি চরিত্রকে হাজির রেখেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ পর্যন্ত উদ্রেক না করিয়ে, কাহিনির প্রায় শেষ অবধি সাসপেন্স বজায় রেখে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা গল্পের মূল অনুপানটিকে চমৎকার ব্যবহার করেছেন।

———— o ————